কোটচাঁদপুরে ব্রাজিল-আর্জেটিনা ভক্তদের ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

কাতার ফুটবল বিশ্বকাপে না কোটচাঁদপুর কেএমএইচ ডিগ্রি কলেজ মাঠে মুখোমুখি ব্রাজিল-আর্জেটিনা ফুটবল দল । এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালর্সের আয়োজনে শনিবার বিকেলে এ খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় জয়লাভ করেন আর্জেটিনা ফুটবল দল।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,শনিবার বিকেল ৩ টার সময় কোটচাঁদপুর কেএমএইচ ডিগ্রি কলেজ মাঠে ব্রাজিল-আর্জেটিনা ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় অংশ গ্রহন করেন কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার, কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা। আর খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালর্সের ইসোরাল মাপর্স ও অষ্টোক্যাল জে আরের সৌজন্যে।

খেলার নির্ধারিত সময় পার হয় গোল শুন্য অবস্থায়। তবে পরে খেলাটি ট্রাইবেকারে মীমাংসিত হয়। খেলায় জয়লাভ করেন আর্জেটিনা ফুটবল দল।

পরে জয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন করা হয়। পুরস্কার বিতরন করেন কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কনসালট্যান্ট রাইসুল ইসলাম জুয়েল,আবাসিক মেডিকেল অফিসার কৃষ্ণ কমল পাল সাগর, মেডিকেল অফিসার রাজিয় সুলতানা, এস কে এফ ফার্মাসিউটিক্যালের এ এস এম টিপু সুলতান, এফ এম রঞ্জু রয়,সিনিয়র এম এস ও রুহি দাস সাহা,সাইদুর রহমান।

কোটচাঁদপুর রেলস্টেশনের বাউন্ডারি রেলিং থেকে গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার

কোটচাঁদপুর রেলস্টেশনের বাউন্ডারি রেলিং থেকে গলায় রশি দেয়া গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন যশোর জিআরপি পুলিশ। শনিবার সকালে এ লাশ উদ্ধার করেন তারা।

মৃত রেহেনা খাতুনের মা রেবেকা খাতুন বলেন,শুক্রবার রাতে জামাই ফোন করে জিজ্ঞাসা করছিল,রেহেনা আমাদের বাড়িতে গেছে কিনা। রাত থেকে তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর থেকে আমাদের প্রতিটি আত্মীয়-স্বজনদের বাসায় খোঁজ করি। শনিবার সকালে জামাই আবার ফোন করে। বলে রেহেনাকে পাওয়া গেছে। ভাল আছে তাড়াতাড়ি চলে আসেন। এরপর এসে দেখতে পায় আমার মেয়ের লাশ রেলের রেলিং ঝুলছে।

তিনি বলেন, গেল ২০ বছর আগে রেহেনাকে কোটচাঁদপুরের রুদ্রপুর গ্রামের বিশারত আলীর সঙ্গে বিয়ে দিই। সংসারে তাদের ২ টি ছেলে মেয়েও আছে।

জানা যায়,মৃত রেহেনা খাতুন (৩০)। সে কোটচাঁদপুর পৌরসভাধীন রুদ্রপুর গ্রামের বিশারত আলী স্ত্রী। তবে আত্মহত্যার প্রকৃত কারন এখনও জানা সম্ভব হয়নি। স্থানীয়রা বলছেন,পারিবারিক কলহ থেকে এ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে পারে।

যশোর জি আর পি পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক(এসআই) অসিম কুমার দাস বলেন,লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করে ময়না তদন্তের জন্য যশোর নেয়া হবে। এরপর ময়না তদন্ত শেষে লাশটি,তাঁর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। প্রাথমিক তদন্তে কি পেলেন, এ প্রশ্নে তিনি বলেন, প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে, সে আত্মহত্যা করেছেন। তবে ময়না তদন্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর বল সম্ভব হবে, প্রকৃত ঘটনা কি।

মুজিবনগরের শুন্য রেখায় স্বজনের মরদেহ দেখানোর ব্যবস্থা করলো বিজিবি-বিএসএফ

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তের শুন্য রেখায় বাংলাদেশী স্বজনদেরকে ভারতীয় নাগরিকের মরদেহ দেখানোর ব্যবস্থা করলো বিজিবি-বিএসএফ। শনিবার দুপুর ২টার সময় রিখ সীমান্তের মেইন পিলার ১০৫ এর নিকট শুন্যলাইনে সৌহার্দ্য ও শান্তিপূর্ণ ভাবে লাশ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্প কমাণ্ডার শহিদ শেখ ও বিএসএফ এর হৃদয় ক্যাম্প কমাণ্ডার তরুণ কুমার শর্মার নেতৃত্বে উভয় বাহিনীর দুটি টিম এ শুন্য রেখায় উপস্থিত ছিলেন। এসময় বাগোয়ান ইউনিয়নের ইউপি সদস্য সেবাস্তিন মল্লিক উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবি জানায়, ভারতের নদীয়া জেলার চাপড়া থানা হৃদয়পুর গ্রামের সুকৃতি মণ্ডল ৩৫ বছর আগে বিবাহসূত্রে ভারতের হৃদয়পুরে বসবাস করছেন। তিনি দির্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সাড়ে ৬টার দিকে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের তার ভাই প্রভুদান হালসোনা স্থানীয় ইউপি সদস্য সেবাস্তিন মল্লিকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে আবেদন করেন। বিজিবি আবেদন পেয়ে বিএসএফকে লাশ দেখানোর ব্যবস্থা করার জন্য পত্র দেয়। উভয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সম্বন্বয়ে শনিবার দুপুরে শুন্য রেখায় স্বজনদের লাশ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য সেবাস্তিন মল্লিক বলেন, সৃকুতি মণ্ডল আমার ফুফু হন। মৃত্যুর খবর জানতে পেরে আমরা বিজিবির কাছে মরদেহ দেখার আবেদন জানায়। বিজিবি আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বিএসএফ সাথে সমন্বয় করে মরদেহ দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। আমরা উভয়দেশেরে সীমান্তবর্তী বিজিবি ও বিএসফকে ধন্যাবাদ জানান।

সুকৃতি মণ্ডলের বোনের ছেলে ভারতীয় নাগরিক জুম্মত শেখ বলেন, মাসির লাশ তার ভাই বোনদের দেখাতে পেরে আমরা খুবি খুশি।

চুয়াডাঙ্গা বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক শাহ মো: ইশতিয়াক, পিএসসি বলেন, দুই দেশের সীমন্তবর্তী মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন,

অপরাধ প্রবণতা কমাতে বিজিবি-বিএসএফ এর এ ধরণের মানবিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে দুদেশের সীমান্তবর্তী মানুষের মাঝে অপরাধ প্রবণতা কমাসহ পারস্পরিক সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে।

মেহেরপুরে সাংবাদিকের মায়ের মৃত্যু

দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনে’র স্টাফ রিপোর্টার শহিদুল ইসলামের মা ও সময় টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার খাদিজা খাতুন স্বপ্নার দাদী জহুরা খাতুন ইন্তেকাল করেছেন।(ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তার স্বামী, এক ছেলে, দুই মেয়ে সহ অসংখ্য গুণাগ্রহী রয়েছে।

আজ শনিবার (২৬ নভেম্বর) সকাল ৮ টার দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জহুরা খাতুন তার নিজ বাড়িতে মৃত্যু বরণ করেন।

সাংবাদিক শহিদুল ইসলামের মায়ের মৃত্যুতে মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবার শোকাহত।

আজ বাদ আসর আমঝুপি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে আমঝুপি উত্তরপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হবে।

শহিদুল ইসলামের মায়ের মৃতুতে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পদাক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কাননসহ সাংবাদিকরা শহিদুল ইসলামের গ্রামের বাড়ি আমঝুপিতে ছুটে যান।

আজ বাদ আছর জানাযাশেষে আমঝুপি উত্তরপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হবে। সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে অংশগ্রহণ করার জন্য তার পরিবারের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

আগামী মাস থেকে ডলার সংকট দুর হবে — সালমান এফ রহমান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন, আমাদের ব্যাংকগুলোতে যে ডলার সংকট আছে আগামি মাস মাস থেকেই সেটা দুর হয়ে যাবে।

যে জিনিসগুলো আমাদের আমদানি করা প্রয়োজন সেগুলো রমজানের আগেই আমদানি করা হবে। রমজানে আমাদের কোনো সমস্যা হবেনা।

আজ শনিবার (২৬ নভেম্বর) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের প্রর্শেন জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি উপস্থিত ছিলেন।

সালমান এফ রহমান আরও বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে সব কিছুর দাম বেড়ে গেছে। আমদানি করতে গিয়ে আমাদের দেশের উপরেও চাপ পড়েছে। তারপরেও প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনায় সরকার দেশের এক কোটি পরিবারকে টিসিবি’র মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য কম মূল্যে আমরা পৌছে দিচ্ছি। আর এই এক কোটি পরিবারের মাধ্যমে ৪ থেকে ৫ কোটি মানুষ সেটি ভোগ করছে। ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৪/৫ কোটি মানুষকে আমরা সরাসরি এই সহযোগীতা দিলে আর কোনো সমস্যা হবেনা।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দেশের সব যাায়গাতেই কলকারখানা গড়তে হবে এটা প্রয়োজন নেই। মেহেরপুর জেলাতে বিভিন্ন ফসল ও মাছের চাষ জেলাকে সমৃদ্ধ করছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি জমি নষ্ট করে কলকারখানা গড়ার অনুমতি দিচ্ছেন না। এখন আর কলকারখানা না গড়ে ১০০ টা বিশেষ অর্থনীতিক অঞ্চল গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এলাকার মানুষ জমি দিলে এই এলাকায় ফুড প্রসেসিং বা কৃষি ভিত্তিক একটা বিশেষ অর্থনীতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া সম্ভব হবে।
পরে তিনি ফিতা কেটে দেশের শীর্ষস্থানীয় বানিজ্যিক ব্যাংক আইএফআইসি ব্যাংকের ১০০০ তম মুজিবনগর উপশাখার উদ্বোধন করেন।

এদিকে স্থল বন্দরের কার্যক্রম শুরু প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের

প্রশ্নের জবাবে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেন, স্থলবন্দরের সকল কাজই শুরু হবে। ইতোমধ্যে স্থল বন্দরের গেজেট প্রকাশ ও সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। স্থল বন্দরের জন্য যে রাস্তাগুলো দরকার সেগুলোও শুরু হয়েছে। অল্পদিনেই মধ্যেই আমরা চেক পোস্টের কাজ শুরু করবো। স্থল বন্দরের জন্য যে স্থাপনাগুলো লাগে সেগুলো আগামিতে শুরু হবে।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, মেহেরপুর জেলায় মাটি উর্বর, এখানে সব ধরণের ফসল ও ফল উৎপাদন হয়ে থাকে। এজেলা থেকে প্রচুর পরিমাণ বাঁধাকপি এখন রপ্তানি করা হচ্ছে। সব ধরণের ফসল ও ফল বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে মেহেরপুর জেলা বাংলাদেশের ১ম স্থানে থাকবে এধরনের চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। জেলার ফল ও ফসল রপ্তানি নিয়ে কৃষি মন্ত্রী কাজ করতে চাচ্ছেন। এজন্য সম্প্রতি কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এই জেলা পরিদর্শন করেছেন। এখানে আগামিতে ফুড প্রসেসিং এর জন্য সরকার সব ধরনের কার্যক্রম হাতে নেবে।

এসময় অন্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, সদর উজেলার চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাসসহ ব্যাংকের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুকে সহযোগিতা করলেন দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটি

আড়াই বছর বয়সী ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসায় সহযোগিতা করেছেন দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটি। হিমোফিলিয়া-এ (ক্যান্সার) আক্রান্ত শিশু আহানাফ আবিদ দামুড়হুদা উপজেলার

মজলিসপুর গ্রামের শান্তি মিয়ার ছেলে ।

গতকাল শুক্রবার সকালে বাসস্ট্যান্ডস্থ মনি ফল ভান্ডারে শিশুটির সুচিকিৎসায় তার পিতার হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দরা। এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার বণিক সমিতির সভাপতি মাকসুদুর রহমান রতন, সহসভাপতি মুনতাজ আলী, সাধারণ সম্পাদক সাদেক আলী বিশ্বাস পাখি, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম। শিশুটিকে যারা সহযোগিতা করতে চান শিশুটির পিতার উল্লেখিত (০১৯৫২১৩১১৬৮) মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করার আহ্বান করা হল।

আলমডাঙ্গায় দাঁতের সংক্রমণ চিকিৎসা করতে এসে রোগীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় দাঁতের সংক্রমণ চিকিৎসা করতে এমে রুবেল হোসেন (২৭) নামের এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার আলমডাঙ্গার মর্ডাণ ডেন্টাল ক্লিনিকে ওই রোগী আসলে ডাক্তার অপারেশনের প্রস্তুতি নেওয়ার এক পর্যায়ে রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। দ্রুত তাকে ফাতেমা ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার জন্য শ্বাশনালী ফুটো করে তাকে কুষ্টিয়ায় রেফার্ড করা হলে সেখানে রোগীর মৃত্যু হয়।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়,আলমডাঙ্গার পারকুলা গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে রুবেল হোসেন অগ্রণী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং এ চাকরী করেন। কয়েক বছর ধরে তার দাঁতের মাড়িতে সংক্রমণ হয়ে পুজ জমে। তিনি এই সংক্রমণ চিকিৎসার জন্য আলমডাঙ্গার মর্ডাণ ডেন্টাল ক্লিনিকে ডেন্টাল সার্জন আব্দুল হান্নানের কাছে আসেন। রোগীর চোয়ালের নীচে পুঁজের জমে থাকার কারণে শ্বাসনালী বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। রোগীর চিকিৎসার জন্য চোয়াল অবশ করার এক পর্যায়ে প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হলে তাকে দ্রুত স্থানীয় ফাতেমা টাওয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস

স্বাভিাবক করার চেষ্টা চালানো হয়। পরে এনেস্থিয়া ডাক্তার আব্দুস সালাম ঘটনাস্থলে উপন্থিত। এরপর ডেকে নেওয়া হয় নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ খালিদ মাহমুদকে।

তৎক্ষণে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। তিনি এসময় শ্বাসপ্রশ্বাস একেবারেই নিতে পারছিলেন না। ডাক্তার খালিদ মাহমুদ শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভিাবক করার জন্য শ্বাসনালী (ট্রা্ক্সওসটমি) ফুটো করে কৃত্রিমভাবে শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন। এতেও কাজ না হয়ে রোগীর পরিস্থিতি অবনতি হলে তাকে অক্সিজেন দিয়ে কুষ্টিয়া মান্নান হার্ট ফাউন্ডেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসক রোগীকে মৃত ঘোষনা করেন।

এ বিষয়ে মর্ডাণ ডেন্টাল ক্লিনিকে ডেন্টাল সার্জন আব্দুল হান্নান জানান,রোগী দাঁতের সংক্রমণ থেকে চোয়ালের নীচে পুঁজ জমে। সেলুলাইচ নিয়ে আমাদের কাছে আস। রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হলে অক্সিজেন ও আনুসাঙ্গিক সার্পোটের জন্য ফাতেমা টাওয়ারে নেওয়া হয়। তারপর শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকলে শ্বাসনালী ফুটা করে শ্বাস প্রশ্বাস ম্টেবল করার চেষ্টা করা হয়। এ অপারেশনের জন্য এনেস্থেশিয়া ডা: আব্দুস সালামের উপস্থিতিতে ইএনটি ডা: খালিদ আমি চেষ্টা চালিয়ে এয়ার ওয়ে স্টেবল করা হয়। তারপরও রোগী খারাপেন দিকে গেলে তাকে আইসিইউতে রেফার্ড করা হয়।

এদিকে কুষ্টিয়া থেকে লাশ গ্রামে নিয়ে আসলে স্বজনদের আহাজারি শুরু হয়। সংবাদ পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পরে থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম পরিবারের কাছে বিষয়টি জানতে চান। তাদের কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ দাফনের অনুমতি দেয় পুলিশ। দুপুরে লাশের দাফন সম্পন্ন হয়।

ফারিয়া কর্তৃক বাংলাদেশ ড্রাগ এন্ড কেমিস্ট সমিতি দামুড়হুদা

শাখার সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

দামুড়হুদা থানা ফারিয়া কর্তৃক বাংলাদেশ ড্রাগ এন্ড কেমিস্ট সমিতি দামুড়হুদা শাখার সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত। দামুড়হুদা থানা ফারিয়ার সভাপতি মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ড্রাগ এন্ড কেমিস্ট সমিতির দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি আ স ম দুদু ইসলাম।

গতকাল শুক্রবার বেলা তিনটার দিকে দামুড়হুদা থানা ফারিয়া আয়োজনে ক্যাফে রুপকথা হাউজে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন দামুড়হুদা থানা ফারিয়ার ক্রীড়া সম্পাদক আসাদুসজ্জামান আসাদ ও প্রবিত্র গীতা পাঠ করেন দামুড়হুদা থানা ফারিয়ার সহসভাপতি গৌতম চন্দ্র মন্ডল।

জানাযায়, দামুড়হুদা থানা ফারিয়া আয়োজনে বাংলাদেশ ড্রাগ এন্ড কেমিস্ট সমিতি দামুড়হুদা উপজেলা শাখার ২১ সদস্যকে আনন্দঘন পরিবেশে ক্রেষ্ট উপহার দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি আবদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান বাচ্চুু, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক মাকসুদুর রহমান রতন, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক নওশাদুল ইসলাম, দামুড়হুদা থানা ফারিয়ার অর্থ সম্পাদক ডালিম উদ্দীন, সদস্য আবুবক্কর, ইমরান,আব্দুল খালেক,নয়ন,সোহেল, সাইদুরজামান, ফিরোজ,খুসবু,মেহেদী, ওমর ফারুক, আরিফুল ইসলাম, হাসান আলী, রানাসহ দামুড়হুদা থানা ফারিয়া ও বাংলাদেশ ড্রাগ এন্ড কেমিস্ট সমিতি দামুড়হুদা শাখার সদস্যবৃন্দ।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা থানা ফারিয়ার সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা থানা ফারিয়া যুগ্নসাধারণ সম্পাদক সাইদ উর রহমান।

দামুড়হুদা থানা ফারিয়ার সভাপতি মোজাম্মেল হক বলেন, প্রর্তেক ফার্মেসীর মালিক ও ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি ভাই ভাই সর্ম্পক সারাদিন একে অপরের সাথে কাজ করতে হয়। তাই আমাদের আশা উভায় উভায়ের সঙ্গে সৌর্হাদ্যপৃর্ণ ব্যবহারের মার্ধ্যমে কাজ করে যাব।কারো সাথে কোন অসংগতি রাখবো না।

আজ মুজিবনগর আসছেন সালমান এফ রহমান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এক দিনের সফরে আজ মুজিবনগর আসছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, সকাল দশটায় সালমান এফ রহমান মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত মুজিব নগর স্মৃতিসৌধে পুষ্প স্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

এরপর দেশের শীর্ষস্থানীয় বানিজ্যিক ব্যাংক আইএফআইসি ব্যাংকের ১০০০ তম সামাজিক শাখার উদ্বোধন করবেন। তারপর মুজিবনগরে প্রশাসনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সভা শেষে তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবেন। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার এ সফরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

উল্লেখ্য সালমান এফ রহমান ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেক্সিমকো গ্রুপ দেশের বেসরকারি খাতের বিভিন্ন সেক্টরে ব্যবসা শুরু এবং সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। দেশে প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাংক এবি ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন তিনি।

সালমান এফ রহমান ১৯৫১ সালের ২৩ মে রাজধানী ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার শাইনপুকুর গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মরহুম ফজলুর রহমান ছিলেন খ্যাতিমান আইনজীবী।তিনি অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী,শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন পার্লামেন্টের চিফ হুইপ ছিলেন।পরবর্তীসময়ে তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারের রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন।তিনি ১৯৪৭-১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তদানিন্তন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার সদস্য হিসেবে শিক্ষা ও বাণিজ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর মাতা সৈয়দা ফাতিনা রহমান কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী জঙ্গল বাড়ির সৈয়দ বংশের জমিদার সৈয়দ মুহম্মদ আতিকুল্লাহর কন্যা।সৈয়দ মুহম্মদ আতিকুল্লাহ হযরত শাহজালাল (রঃ) – এর সিলেট বিজয়ের প্রধান সিপাহসালার সৈয়দ নাসিরুদ্দিনের বংশধর ছিলেন।সৈয়দা ফাতিনা রহমান

আন্তর্জাতিক ফিফা প্রীতি ম্যাচের আয়োজন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেন ।

দেশের শীর্ষস্থানীয় স্পোর্টিং ক্লাব ‘আবাহনী লিঃ’–এর চেয়ারম্যান হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করছেন। এই ক্লাবটি তাঁর কাছে বিশেষ আবেগ অনুভূতির জায়গা। ক্লাবটি প্রতিষ্ঠা করেছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ছেলে শেখ কামাল। শেখ কামাল ছিলেন সালমান এফ রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ফার্মাসিউটিক্যালস, টেক্সটাইল, সিরামিকস, সিনথেটিকস, জুট, রিয়েল অ্যাস্টেট, প্রোকৌশল, মেরিন ফুড, আইটি, অ্যাভিয়েশন, অ্যানার্জি, জ্বালানি, মিডিয়া, টিভি চ্যানেল, টেলিকমিউনিকেশন সহ বিভিন্ন খাতে ৩৯ টি পাবলিক এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। কোম্পানিসমূহ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে ৭০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।এসব কোম্পানির উৎপাদিত বিশ্বমানসম্পন্ন উচ্চমানের পন্য রপ্তানির মাধ্যমে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে মর্যাদার অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এর মধ্যে দিয়ে দেশের জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন।

বিনামূল্যে ঔষধ ও পোশাক বিতরণ তাঁর নিয়মিত দাতব্য কাজগুলির মধ্যে অন্যতম। দোহারের মানুষের সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য তিনি ২৪০টিরও বেশি আর্সেনিক মুক্ত টিউব ওয়েল স্থাপন করেন এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা সহায়তা কার্যক্রম শুরু করেন যার মাধ্যমে ১৬ জন ডাক্তার নিয়মিতভাবে চিকিৎসা এবং ঔষধ প্রদান করছেন।

বিজয়ের মাসের প্রাক্কালে তাঁর মুজিবনগর সফর বিশেষ বার্তা দিবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

মেহেরপুরে বিএনপি সমর্থিত

আইনজীবী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী পরিষদ থেকে সভাপতিসহ ১২টি পদে বিজয়ী হয়েছে। সাধারণ সম্পাদকসহ ৩টি পদে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী ফোরাম থেকে।

সভাপতি পদে বিএনপি সমর্থিত কামরুল ইসলাম ৬১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আওয়ামী লীগ সমর্থিত মিয়াজান আলী ৪৮ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত খ.ম ইমতিয়াজ বিন হারুন (জুয়েল) ৫৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী বিএনপি সমর্থিত এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক ৫৩ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক অ্যাড. বিমল কুমার বিশ্বাস ফলাফল ঘোষনা করেন। এসময় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য অ্যাড. সুজন কুমার মণ্ডল ও শফিউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্য পদের মধ্যে বিএনপি সমর্থিত সহসভাপতি পদে রফিকুল ইসলাম ৬০ ভোট, হাসান মাহাবুবুর রহমান মুকুল ৫৩ ভোট, যুগ্ম সম্পাদক পদে রফিকুল ইসলাম-২ ৬২ ভোট, কোষাধাক্ষ পদে এহান উদ্দিন মনা ৫৪ ভোট, গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে সাইফুল ইসলাম সাহেব ৫৯ ভোট, সদস্য পদে মখলেছুর রহমান খান স্বপন ৬৬ ভোট, সেলিম রেজা ৫৫ ভোট, শফিবুল আযম খান বকুল ৬১ ভোট, সেলিম রেজা গাজী ৬০ ভোট, খুরশিদা খাতুন ৫৪ ভোট ও সেলিম রেজা কল্লোল ৬২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

আওয়ামী লীগ সমর্থিত যুগ্ম সম্পাদক পদে কে এম নুরুল ইসলাম রঞ্জু ৫২ ভোট, ফয়সাল নাসরুল্লাহ কনক ৫৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

এদিকে, সকাল ৯টায় নির্বাচন শুরু হয়ে দুপুরে মধ্যহৃ ভোজ ও নামাযের বিরতি দিয়ে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫টি পদের বিপরীতে দুটি প্যানেলে ৩০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করেন। ১২৬ জন ভোটারের মধ্যে ১১১ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নির্বাচন উপলক্ষে আইনজীবী ভবন প্রাঙ্গনে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়।